10-10-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পতিত ভারতকে পাবন বানানোর সেবাতে থাকতে হবে, বিঘ্নকে দূর করতে হবে, তোমরা হতাশ হয়ো না"

*প্রশ্নঃ - গৃহস্থ জীবনে থেকে কোন্ স্মৃতিতে থাকা খুবই জরুরী ?

*উত্তরঃ - গৃহস্থ জীবনে থেকে এই স্মৃতি যেন থাকে যে, আমরা হলাম গডলী স্টুডেন্ট । স্টুডেন্টদের পড়া আর টিচার সদা স্মরণে থাকে । তারা কখনোই গাফিলতি করে নিজের সময় নষ্ট করে না । তারা খুবই সময়ের কদর করে ।

*প্রশ্নঃ - মানুষের মধ্যে সবথেকে বড় অজ্ঞানতা কি ?

*উত্তরঃ - তারা যার পূজা করে তাঁকেই নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে দেয় -- এ হলো সবথেকে বড় অজ্ঞানতা । মানুষ ডাকতে থাকে, মন্দির বানিয়ে পুজো করে, তাহলে তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক কিভাবে হতে পারেন । তোমাদের সবাইকে পরমাত্মার সত্য পরিচয় দিতে হবে ।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না....

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের এই বাবা বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন অথবা সাবধান করেছেন যে, যেহেতু তোমরা রাম এর হয়েছো তাই এই শৈশব বা ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে ভুলে যেও না । এমন যেন না হয় যে, রামের ছেলেবেলা থেকে দূরে গিয়ে রাবণের দিকে চলে গেলে । তখন তো খুবই অনুতাপ করতে হবে । তোমাদের এমনও বোঝানো হয়েছে যে, মহান থেকে মহান মূর্খকে দেখতে হলে এখানে দেখো, যারা এই পড়া ছেড়ে দেয় । তাহলে তোমরা বুঝতে পারো যে, তাদের কি গতি হবে । এখানকার মহারথী হলো গজ (হস্তী), তাদের গ্রাহ অর্থাৎ বড় কুমীর রূপী মায়া খেয়ে নেয় । এই বাবা সম্মুখে বসে বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, মায়া বড় দুস্তর । এমন যেন না হয় যে, তোমরা অসীম জগতের বাবার হাত ছেড়ে দিলে । ইনি হলেন পরমপিতা, উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকা পিতা, পতিত পাবন । এমন বাবার হাত কখনোই ছাড়া উচিত নয় । না হলে অনেক ক্রন্দন করতে হবে । অনেক ভালো ভালো বাচ্চা, যাদের বাবা বড় - বড় টাইটেল দিতেন, তারাও হাত ছেড়ে দিয়েছে । বাবা কিছু কিছু বাচ্চাকে বেশী ভালোবাসতেন, যাতে তারা নেমে না যায় । গীতও গাওয়া হয়েছে । এমন যেন না হয় যে, মায়া তোমাদের টেনে নিয়ে গেলো, তখন খুবই অনুতাপ করতে হবে । বাস্তবে প্রকৃত যুদ্ধ তোমাদেরই, তোমরাই মায়াকে জয় করো ।

তোমরা এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়েছো । পতিত স্থানকে তোমরা পাবন স্থান বানিয়ে থাকো। পাক অর্থাৎ পবিত্র স্থান তো এখানে নেই । এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই নাপাক অর্থাৎ অপবিত্র স্থান । পাবন তো হলো দেবী - দেবতারা । তোমরা পতিত ভারতকে পবিত্র বানাচ্ছো । এই যে প্রদর্শনী ইত্যাদি করো, তা পতিতকে পবিত্র করার জন্য । তোমরাই তো ভারতের প্রকৃত সেবা করো, তাই না । হ্যাঁ, বিঘ্নকেও দূর করতে হবে, এতে হার্টফেল অথবা অলস হলে চলবে না । যে কোনো পরিস্থিতিতে পতিতকে পাবন করার জন্য সার্ভিস অবশ্যই করতে হবে । তোমাদের কাজই হলো এই, অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই । তোমাদের দেখতে হবে, তোমরা কতজনকে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়েছো । এই ভারত স্বর্গ ছিলো, এখানে পাবন দুনিয়া ছিলো । এইসময় অপবিত্রতা, আর পবিত্রতার জ্ঞান কারোর নেই । পবিত্র দুনিয়া হলো নতুন দুনিয়া, তারপর পুরানো হলে অপবিত্র, পতিত, তমোপ্রধান হয়ে যায় ।

তাই আত্মাদের পিতা সম্মুখে বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝান । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে, আমরা বরাবর পবিত্র স্থান স্থাপন করছি । ভারত পবিত্র স্থান ছিলো, এখন অপবিত্র স্থান হয়ে গেছে । নতুন বাড়ি থাকলে তা আবার অবশ্যই পুরানো হবে । এই জ্ঞান নতুন দুনিয়াতে থাকে না । বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই বোধ এসেছে । যদিও লাখ বছর বলে থাকে কিন্তু অবশেষে পুরানো তো হবেই, তাই না । পুরানো নামই হলো কলিযুগ । নবযুগ আর পুরানো যুগকে কেবল তোমরা জানো । এখন আবার নবযুগ আসছে । আমরা পবিত্র হয়ে স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য আবার বাবার কাছ থেকে এই নলেজ প্রাপ্ত করছি । স্টুডেন্ট কখনো পড়া আর টিচারকে ভুলতে পারে কি ? তোমরাও স্টুডেন্টস, গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের যেন এই স্মরণ থাকে যে, আমরাও পড়ছি । এই পড়াতে অনেক সময় লাগে । মাঝে কেউ নেমে যায়, কেউ হেরেও যায় । মুখেও বলে, লিখেও দেয় - শিব বাবা, কেয়ার অফ ব্রহ্মা । বাবাকে অনেক প্রেমের সঙ্গে পত্র লেখে, আমরা

জীবাত্মা, পরমপিতা পরমাত্মাকে পত্র লিখি । ওরা ডাকছে -- পরমাত্মা রক্ষা করো, শান্তি দাও, মুক্ত করো, আমরা যেন জীবনে থেকে মুক্তি পেতে পারি । সে তো সত্যযুগে হয় । এখানে তো জীবনবন্ধ । এই কথা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো । আর এখন তা স্বয়ং বাবা বোঝাচ্ছেন, আর কারোর বুদ্ধিতে ড্রামার এই রহস্য নেই । তিন কাল, এই আদি - মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না । তোমরা সবকিছুই জানো, কিন্তু তোমরা সাধারণ এবং গুপ্ত, ওরা বাইরে গিয়ে দেহের ড্রিল করে, শেখে । তোমাদের ড্রিল হলো রুহানী । কেউই জানে না যে, লড়াই করার জন্য এরাও কোনো যোদ্ধা । মহাভারতের লড়াই দেখানো হয়, তা কিভাবে হয়েছিলো ? মহাভারতের লড়াই ভগবান করিয়েছিলেন, মানুষ এমন বলে থাকে । এখন ভগবান কিভাবে হিংসার যুদ্ধ করাবেন ? ভগবান যুদ্ধ শিখিয়েছিলেন রাবণকে জয় করার জন্য । তিনি বোঝান যে, তোমরা ষোলো কলা সম্পূর্ণ ছিলে । তোমরা মূল লোক থেকে অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে, তারপর এই দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ করে প্রথমে সত্যযুগে রাজত্ব করেছিলে । স্মৃতিতে আসে তো, তাই না ? বলে থাকে, হ্যাঁ বাবা, এখন আমাদের এই স্মৃতি এসেছে যে, আমরা বরাবর দৈবী রাজ্যের মালিক ছিলাম । তারপর তা হারিয়ে ফেলেছিলাম । এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি । আমরা অবশ্যই এই মায়াকে জয় করবো । কাম চিতাতে বসলে মানুষের মুখ কালো হয়ে যায় । কালো অক্ষর কড়া তাই ঘন নীল বলা হয় । কৃষ্ণ এবং নারায়ণকে ঘন নীল রং দেওয়া হয়েছে, এমন কোনো মানুষ হয় না । মানুষ তো সুন্দর এবং অসুন্দর হয় । আয়রন এজকে অসুন্দর বলা হবে । লৌকিক বাবাও বলেন, তুমি মুখ কালো করে দিয়ে কুলে কলঙ্ক লাগাও । অসীম জগতের বাবা বলেন , তোমরা আসুরী মতে চলে দৈবী কুলকে কলঙ্কিত করেছো, তাই তোমরা অসুন্দর হয়ে গেছো । সম্পূর্ণ অসুন্দর হতে অর্ধেক কল্প লাগে আর সুন্দর হওয়াতে এক সেকেন্ড । বাচ্চাদের এই ড্রামার আদি, মধ্য এবং অন্তের স্মৃতি এসেছে, অন্য ধর্মের যারা, তাদের এই স্মৃতি আসতে পারে না । বিস্মৃতিও তোমাদের এসেছিলো, আবার স্মৃতিও তোমাদেরই এসেছে । তোমরা দৈবী রাজ্য স্থানের মালিক ছিলে । এখানে অনেক রাজা ছিলো, তাই নাম রাখা হয়েছে রাজস্থান । এখন হলো পঞ্চায়েতি রাজ্য । তোমরা এখন মহারাজা - মহারানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এমনই হয়েছিলো । স্বর্গের চক্র অতিক্রম করে নরক তৈরী হয় । তোমরা এখন পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে রাজত্ব করার জন্য পুরুষার্থ করছো । তোমাদের পড়া হলো সাধারণ । তোমাদের অল্ফ (আল্লাহ) এবং বে-কে (বাদশাহীকে) স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে, মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । রাজত্বকে স্মরণ করলে রাজপদ প্রাপ্ত করবে । ওরা তো বলে থাকে -- বলো, আমি মহিষ - আমি মহিষ -- এই কথা তো আর সত্য নয় । তোমরা আত্মারা বলো, আমি বিষ্ণু হবো, কিভাবে হবে ? বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর রাজধানী বিষ্ণুপুরীকেও স্মরণ করো । প্রবৃত্তি মার্গ হওয়ার কারণে বিষ্ণুর নাম নেওয়া হয় । ওখানেও লক্ষ্মী - নারায়ণের সিংহাসনের পিছনে বিষ্ণুর চিত্রের নিদর্শন থাকে । চিত্রও এমন - এমনভাবে বানানো হয় । বাবা এই রহস্য বুঝিয়েছেন -- ওখানকার এই নিয়ম -কানুন, তারপর ওই লক্ষ্মী - নারায়ণ চক্র পরিক্রমা করে ব্রহ্মা - সরস্বতী বা জগৎপিতা, জগদম্বা হন । ব্রহ্মাকে বলা হয় গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । শিবকে ফাদার বলা হবে । সব আত্মারা ব্রাদার্স । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার মনুষ্য হন । তাই তোমাদের এখন দেহ বোধ দূর করে আত্ম অভিমানী হতে হবে । পরমাত্মা বাবা তোমাদের আত্ম - অভিমানী বানান । এখানে তোমরা হলে ডবল লাইট, নলেজফুল । তোমরা আত্ম অভিমানীও হও, আবার বাবাকেও স্মরণ করো, কেননা তোমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে । দেবতারা পুরুষার্থ করে শেষ জন্মে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো । দেবতাদের স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না । তাই বাচ্চাদের নতুন নতুন পয়েন্টস বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । তোমরা অনেক যুক্তি বা উপায় প্রাপ্ত করো । প্রথম - প্রথম বুদ্ধিতে এই কথা বসাও যে, উঁচুর থেকেও উঁচু স্থান কোনটা ? নির্বাণধাম । আমরা আত্মারা নির্বাণধামের নিবাসী । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । তাঁর স্থান হলো উঁচুর থেকেও উঁচু । উঁচুর থেকেও উঁচু তাঁর নাম । উঁচুর থেকেও উঁচু তাঁর মহিমা । এখন তিনি ভারতেই এসেছেন, তাই তো এখানেই তাঁকে স্মরণ করা হয়, তাই না । যাঁর কোনো নাম - রূপই নেই, সেই জিনিস কোথা থেকে আসবে যে তাঁর পুজো করা হবে । তাহলে এও তো ভুল হলো, তাই না । পরমাত্মাকে নাম - রূপ থেকে পৃথক বলা, এ তো অজ্ঞানতা হয়ে গেলো । শিবরাত্রিও এই ভারতেই পালন করা হয় । এই ভারতেই প্রাচীন সত্যযুগ ছিলো, এখন আর নেই । তাহলে অবশ্যই বাবাই এই সত্যযুগ স্থাপন করেছিলেন । তাহলে আবার দুঃখ কে দেয় ? কখন থেকে শুরু হয় ? এ কেউই জানে না । বাবা এইসব বসে বোঝান । এখন আমি আবার তোমাদের ২১ কুলের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি । তোমরা কল্প - কল্প এই পুরুষার্থ করেছিলে । অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত করেছিলে, আর এ যখন তোমাদের অন্তিম জন্ম, তখন তোমাদের তো পবিত্র হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত । ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, তাহলে তা অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য । ভগবান হলেনই পতিত পাবন, সদ্গতি দাতা । তিনি নর থেকে নারায়ণ তৈরী করেন, আর কেউ তো এমন তৈরী করতে পারে না । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্বই শুরু হয়, তাহলে অবশ্যই বলা হবে তাঁরা পূর্ব জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন ভবিষ্যতে এমন পদ প্রাপ্ত করার জন্য, তাই বাবা এখন তোমাদের পুরুষার্থ করাচ্ছেন

। পতিত দুনিয়ার অন্তিমেই তো এসে তিনি পুরুষার্থ করবেন, তাই না। সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া। তারপর আবার কলা কম হতে থাকে। এখন হলো বিকারী দুনিয়া। বাবা বলেন, এই পাঁচ বিকারের দান করে দাও আর পবিত্র হও। স্মরণও করো আর পবিত্রও হও। বি হোলি, বি রাজযোগী। গৃহস্থ জীবনে থেকে এক শিব বাবাকে স্মরণ করো আর কখনো যদি অন্য কাউকে স্মরণ করেছো তাহলে ব্যভিচারী হয়ে যাবে। ভক্তিমার্গে গৃহস্থ জীবনে থেকে কখনো কাউকে, কখনো আবার অন্য কাউকে স্মরণ করে। তখন তা ব্যভিচারী স্মরণ হয়ে যায়, আর তারা পবিত্রও থাকে না, তাই বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করো। এই অন্তিম জন্মে আমার নামে কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থেকে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। এই এক জন্ম আমার সাহায্যকারী হও, যেমন সাহায্য করবে, তেমনই ফল প্রাপ্ত করবে। তোমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদমতগার) হয়ে গেছো। বাবা তো নিজেই ভারতের সেবা করেন, তাই না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের উপযুক্ত হতে হবে। গুণও অবশ্যই প্রয়োজন। তোমাদের এখানে গুণবান হতে হবে। তারপর ২১ জন্মের জন্য তোমরা দেবতা হয়ে রাজত্ব করবে। বাবা বুঝিয়েছেন, কৃষ্ণের চিত্র খুবই সুন্দর। কৃষ্ণ নরককে লাথি মারে আর স্বর্গ তাঁর হতে। এই নিয়ম ভারতেরই, কেউ মারা গেলে মুখ শহরের দিকে আর পা শ্মশানের দিকে করে দেয়। এখন তো তোমরা বেঁচে থেকেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাই তোমাদের মুখ নতুন দুনিয়ার দিকে হওয়া উচিত। ভায়া শান্তিধাম হয়ে তোমাদের সুখধামে যেতে হবে। এ হলো অসীম জগতের কথা। তোমরা পুরানো দুনিয়াকে পদাঘাত করছো আর নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছো, তাই তোমাদের এই দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। আর সুখধাম এবং শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে। যদিও তোমরা দুঃখধামে রয়েছো, তবুও স্মরণ তাঁকেই করো। তোমাদের অব্যভিচারী যোগের প্রয়োজন, এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। তোমাদের তো খুব ভালোভাবেই বোঝানো হয়। অর্জুন অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছিলো, তাকে বলা হয়েছিলো, এইসব ভুলে যাও, আর যারা পড়িয়েছেন তাদেরও ভুলে যাও। বাবাও এমনই বলেন। এখন পর্যন্ত যা কিছুই শুনেছো সব ভুলে যাও। আমি তোমাদের সমস্ত শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি। আমিই তোমাদের সত্যখণ্ডের মালিক বানাই। ওরা তো তোমাদের মিথ্যাখণ্ডের মালিক বানায়। বাবা বলেন - এখন বিচার করে দেখো, আমি রাইট, নাকি তোমাদের কাকা, মামা বা শাস্ত্রবাদীরা রাইট ? ওই লড়াই হলো জাগতিক, তোমাদের হলো অসীম জগতের লড়াই। যাতে তোমরা অসীম জগতের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন, তোমরা এই বিকার এখন আমাকে দান করে দাও। এখন যদি পুরুষার্থ না করো তাহলে খুবই অনুতাপ করবে তাই গাফিলতি ত্যাগ করো, এই সেবাতে লেগে যাও, কল্যাণকারী হও। এই কলিযুগে অতি দুঃখ। এখন তো অনেক দুঃখের পাহাড় নামবে তারপর সত্যযুগে সোনার পাহাড় হয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অল্ফ (আল্লাহ) আর বে-কে (বাদশাহী) স্মরণ করার সিম্পল পড়া পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে। অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। এই মিথ্যা খণ্ডকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

২) ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদমতগার) হয়ে ভারতকে পতিত থেকে পাবন বানানোর সেবা করতে হবে। বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে।

বরদানঃ- প্রতি মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে সদা এভার রেডি থেকে তীব্র পুরুষার্থী ভব

যে বাচ্চারা তীব্র পুরুষার্থী তারা প্রতি মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে এভার রেডি থাকে। তারা এমন চিন্তা করে না যে, এখন তো বিনাশ হওয়াতে কিছু সময় বাকি আছে, ততক্ষণে তৈরী হয়ে যাবো। সেই অন্তিম মুহূর্তকে দেখার পরিবর্তে এই চিন্তা করো যে, নিজের অন্তিম মুহূর্তের কোনো ভরসা নেই তাই এভার রেডি এবং নিজের স্থিতি সদা যেন উপরাম (ঊর্ধ্বে) থাকে। সবার থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয়, নষ্টমোহ। সদা নির্মোহী আর নির্বিকল্প, নির্ব্যর্থ অর্থাৎ ব্যর্থও যেন না থাকে, তখন বলা হবে এভার রেডি।

স্লোগানঃ- জটিল সময়ে পাস উইথ অনার হতে হলে অ্যাডজাস্ট (মানিয়ে নেওয়ার) হওয়ার শক্তিকে বাড়াও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;